সংখ্যালঘু ছাত্র–ছাত্রীদের জন্য

স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট কাম মিনস/ ট্যালেন্ট সাপোর্ট প্রোগ্রাম বৃত্তি যোজনা

www.wbmdfcscholarship.in

পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মেধাবী ছাত্র–ছাত্রীদের জন্য বৃত্তি (বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, জৈন, মুসলিম,পার্সি এবং শিখ)

স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট কাম মিনস স্কলারশিপ (এসভিএমসিএম)

(একাদশ শ্রেণি থেকে স্নাতকোত্তর স্তরের মেধাবী ছাত্র–ছাত্রীদের জন্য।)

১ আগস্ট ২০২০ থেকে অনলাইন পোর্টালে আবেদন করা যাবে।

- মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্র–ছাত্রী যারা রেগুলার কোর্সে পড়াশোনা করছে এবং পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা, তারা যোগ্য।
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিকে অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।
- ছাত্র–ছাত্রীরা পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ / পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ / পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড অথবা পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বীকৃত অন্য বোর্ডের পরীক্ষা পাস করার পর, এই রাজ্যেরই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়লে তবেই যোগ্য বিবেচিত হবে।
- ছাত্র অথবা ছাত্রীটিকে অবশ্যই চলতি শিক্ষাবর্ষে, অর্থাৎ শুধুমাত্র ২০২০ সালে পরীক্ষা পাস করে থাকতে হবে।
- আবেদনকারীর পরিবারের বার্ষিক আয়ের উর্ধ্বসীমা ২.৫ লাখ টাকা পর্যন্ত (যে কোনও গেজেটেড অফিসার দ্বারা প্রদেয় আয়ের শংসাপত্র প্রয়োজন)।
- বাৎসরিক ১২,০০০ থেকে ৬০,০০০ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হবে।

যোগ্যতা	
বর্তমানে যা পড়ছে	শেষ পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের গড়
উচ্চমাধ্যমিক, পলিটেকনিক এবং স্নাতক	৭৫%
স্নাতকোত্তর কোর্স	৫৩% সাম্মানিক বিষয়ে
স্নাতকোত্তর ইঞ্জিনিয়ারিং	৫৫% ইঞ্জিনিয়ারিং–এ

- পুনঃনবীকরণ – ২০১৯–২০ সালে যে সমস্ত ছাত্র–ছাত্রী স্কলারশিপ পেয়েছে, তারা শেষ পরীক্ষায় স্নাতক স্তরে নূন্যতম ৬০% এবং স্নাতকোত্তর স্তরে নূন্যতম ৫০% নম্বর পেলে রিন্যুয়ালের যোগ্য হিসাবে বিবেচিত হবে।

পোস্ট–ম্যাট্রিক স্টাইপেন্ড আন্ডার ট্যালেন্ট সাপোর্ট প্রোগ্রাম (টিএসপি)

(পরীক্ষায় ৫০ শতাংশের কম নম্বর পাওয়া ছাত্র–ছাত্রীদের জন্য)

- পেশাদারি এবং কারিগরি কোর্স বাদে যে সমস্ত ছাত্র–ছাত্রী উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক, স্নাতকোত্তর, এমফিল, পিএইচডি ইত্যাদি কোর্সের সঙ্গে যুক্ত, তারা প্রত্যেকেই যোগ্য।
- যে সমস্ত ছাত্র–ছাত্রী শেষ পরীক্ষায় ৫০%–এর কম নম্বর পেয়েছে, তারা যোগ্য।
- আবেদনকারীর পরিবারের বাৎসরিক আয়ের উর্ধ্বসীমা ২ লাখ টাকা পর্যন্ত।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত হতে হবে।
- বাৎসরিক ২,৫৫০ থেকে ৪,৯০০ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হবে।

জরুরি নির্দেশিকা:

- ছাত্র–ছাত্রীদের অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
- যে সমস্ত ছাত্র–ছাত্রী দূরশিক্ষণের মাধ্যমে পড়াশোনা করছে, তারা আবেদন করার যোগ্য নয়।
- অনলাইনে আবেদন করার পর, আবেদনকারীকে অবশ্যই আবেদনপত্রের একটি প্রিন্ট আউট নিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে জমা দিতে হবে, সঙ্গে ব্যাঙ্কের পাসবইয়ের একটি ফটোকপিও জমা দিতে হবে, যাতে ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং আইএফএসসি কোডের উল্লেখ আছে।

শিক্ষা ঋণ (পেশাদারি এবং কারিগরি কোর্সের জন্য)

- যে সমস্ত ছাত্র–ছাত্রী পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় বাসিন্দা এবং পেশাদারি এবং কারিগরি কোর্স করতে চায় (মেডিক্যাল / আইন / ইঞ্জিনিয়ারিং / নার্সিং / ডিপ্লোমা / ম্যানেজমেন্ট / বিসিএ / এমসিএ ইত্যাদি) তারা অনলাইনে আবেদন করতে পারবে ভারতে এবং বিদেশে পড়াশোনা করার জন্য

সিরিয়াল নম্বর	ক্যাটাগরি	বাৎসরিক আয়		সুদ
		গ্রামীণ	শহরাঞ্চল	
১	পুরুষ নারী উভয়েই	৯৮,০০০টাকা পর্যন্ত	১,২০,০০০ টাকা পর্যন্ত	৩%
২	পুরুষ	৯৮,০০১ থেকে ৬,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১,২০,০০১ থেকে ৬,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	৮%
৩	নারী	৯৮,০০১ থেকে ৬,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১,২০,০০১ থেকে ৬,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	৫%

- আবেদনকারীর বয়স কোনওভাবেই ৩২ বছরের বেশি হবে না।
- যে সমস্ত ছাত্র–ছাত্রী বিদেশে পড়াশোনা করছে, তারাও আবেদনের যোগ্য।
- ছাত্র–ছাত্রীরা সারা বছরই আবেদন করতে পারবে।

অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ 15/11/2020

WBMDFC

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এমএএমই দপ্তরের অধীন একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা)

'অম্বর' ডিডি–২৭/ই, সল্টলেক সিটি, সেক্টর–১, কলকাতা- ৭০০০৬৪

আরও তথ্যের জন্য, দেখুন – www.wbmdfc.org

উৎসর্গীকৃত হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর

80170 71714

টোল ফ্রি নম্বর: 1800 120 2130